নাম/পদবি পরিবর্তন

• I, Saibal Sankar Mondal, S/o Sailes Prasad Mandal residing at BG-111, Sector-2, Salt Lake City, Bidhannagar (M), PO-Sech Bhawan, North 24 Parganas, West Bengal-700091, have changed my name and shall be known as Saibal Sankar Mandal as declared before the notary public Bidhannagar Court, vide affidavit no. 715/2026 dated 13-02-2026. Saibal Sankar Mondal and Saibal Sankar Mandal both are same and identical person.

• I,Sanjay Shaw, son of Bijay Shaw, of 200H/6, Kalighat Road, Kolkata – 700 026, vide Affidavit No. 20599 dt 11/02/2026 have sworn before the Learned 1st Class Judicial Magistrate at Alipore. That Sanjay Shaw and Sanjoy Show is the one and same and identical person. That my wife Sunita Shaw and Sunita Show is the one and same and identical person. That my daughter Ashika Shaw and Ashika Show is the one and same and identical person.

•I Pappu Singh S/o Govind Singh Residing at 15/3 Ramacharan Naskar Lane, Ghusuri, Howrah, West Bengal 711107 have changed my name and shall henceforth be known as Pappu Kumar Singh as declared before the Notary Public at Howrah, West Bengal vide affidavit no 253 dated 10/02/2026. Pappu Singh and Pappu Kumar Singh both are same and identical person.

• আমি Shri Krishnendu Mukherjee, পিতা Mriganka Bhusan Mukherjee ঠিকানা: 1/35 A, Surya Nagar, P.O- Regent Park, P.S- Netaji Nagar, Kolkata- 700040, এতদ্বারা জানাচ্ছি যে আমার বেশকিছু ডকুমেন্টসে আমার পিতার নাম ভুল থাকায় বিগত 24.11.2025 তারিখ থেকে আলিপুর কোর্টের ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে আমার পিতার নাম Mriganka Mukherjee থেকে Mriganka Bhusan Mukherjee হয়েছে অর্থাৎ উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলো।

• আমি Md. Ariful Mondal, গ্রাম বারুইহাটি, পোঃ পৃথিবা, থানা হাবড়া, জেলা উঃ 24 পঃ। আমার স্ত্রীর নাম Mina Khatun আমার পুত্রের বার্থ সার্টিফিকেটে ভুলবশত মায়ের নাম Mina Bibi হয়েছে। গত 8/12/2025 বারাসাত ফার্স্টক্লাস এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট (নং-14449) বলে Mina Khatun এবং Mina Bibi একই ব্যক্তি হলেন।

• আমি Rebeka Bibi,W/o Sk. Azibar Rahaman গ্রাম বারুইহাটি, পোঃ পৃথিবা, থানা হাবড়া, জেলা উঃ 24 পঃ। আমার পুত্রের বার্থ সার্টিফিকেটে ভুলবশত আমার নাম Rebeka Sultana হয়েছে। গত 2/12/2025 বারাসাত ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট (নং-9299) বলে Rebeka Sultana এবং Rebeka Bibi একই ব্যক্তি হলাম।

NOTICE

That my client Sri Ankit Pandit and Ankit Kumar Mishra, of 317, G.T.Road, South, P.S. Shibpur, District- Howrah and have authorized me to publish the following in your newspaper under the head of Legal Notice as follows:
It is hereby informed that my client Ankit Kumar Pandit & Sri Ankit Kumar Mishra of 317, G.T. Road(South), P.S. Shibpur, District Howrah have purchased from Jitendra Kumar Sahi & others represented through Bijay Kumar Shahi & Sudama Pandit as Constituted Attorney Vide POA No. being No.01070 of 2012 & 2025350025899 of 2025 and rest are represented by themselves undivided one third share in respect of above Premises No. 317, G.T. Road (South), P.S. Shibpur, District- Howrah, Ward No. 38, by registered sale Deed being Deed No. 050212462 for the year 2025 registered in office of ADSR, Howrah and also applied for mutation before BL & LRO, Town Survey Unit Howrah under reference No. 3967, 3968 of 2025 and 39 & 40 of 2026. If anybody have any objection should notify within 15 days to the office of Town Survey Unit, 3, Kartick Dutta Road, Howrah-711101. **Subhalakshmi Banerjee Advocate**

আমি সমীর শেঠ পিতা ঝন্টু শেঠ সাং ৪৪ নং এসএন রায় রোড, থানা - বেহালা, কোল - ৩৮ স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছি। আমি গত ইংরাজী ২৪শে জুলাই ২০২৫ সালে (৫৭৬৭/২০২৫) নং দলিল মুলে বীরেন্দ্র মন্ডল এর পক্ষে আমমোক্তার মন্টু মিস্ত্রি ও বাবন সেখ এর কাছ থেকে জমি খরিদ করিয়াছি। উক্ত আমমোক্তার দলিল খানি বেহালা সাব - রেজিস্ট্রি অফিসে ২০১৮ সালে ৮১০ নং দলিল রূপে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এবং আমার দলিল খানি ও বেহালা সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রি হইয়াছে।
মৌজা - খানবেড়িয়া, দাগ নং ১০০৪, পরিমান - ০২ দুই কাঠা।
উক্ত জমি নিজ নামে মিউটেশন করিবার জন্য BL & LRO, T/M Block অফিসে আবেদন করিয়াছি, তাহাই সকলকে অবগত করিলাম।

কালীগঞ্জে বিএলওকে বাড়িতে ঢুকে মারধর

অমিতকুমার ঘোষ
কৃষ্ণনগর, ১৫ ফেব্রুয়ারি

নদিয়ার কালীগঞ্জে আক্রান্ত হলেন এক বিএলও। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার কালীগঞ্জের আশচিয়া গ্রামে। আহত ওই বিএলও–র নাম সাহেব আলি শেখ। তিনি কালীগঞ্জ বিধানসভার আশচিয়া গ্রামের ২২৫ নম্বর বুথের বিএলও। সাহেব আলির অভিযোগ, প্রতিবেশী আয়তুল্লা শেখ তাঁকে শনিবার সন্ধেয় কাঠ দিয়ে মাথায় মারে। তার ফলে তিনি মারাত্মক আহত হয়ে এখন হাসপাতালে ভর্তি। তিনি জানিয়েছেন, আয়াতুল্লার স্ত্রী আরিফা বিবি যে এনুমারেশন ফর্ম জমা দিয়েছেন, তাতে তাঁর বাবার থেকে তাঁর বয়স বেশি দেখানো হয়েছে। এ কারণেই তাঁকে হেয়ারিং–এ ডাকা হয়েছিল। সেখানেও তিনি এ বিষয়ে কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। এরপর শনিবার সন্ধেয় ওই পরিবারের লোকজন তাঁর বাড়িতে এসে হুমকি দিয়ে যায় আরিফার নাম যেন ভোটার তালিকা থেকে বাদ না যায়। তিনি তাদের বলেন, এ ব্যাপারে যা জানানোর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। এই কথা শুনেই নাকি আয়তুল্লা তাঁকে মারধর করে। অভিযোগ এমনই। কালীগঞ্জে বিএলও মার খাওয়ার ঘটনায় দু'পক্ষই আহত হয়েছে। দু'পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে।

ফর্ম নং: আইএনসি-২৬
[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০ অনুযায়ী]
'এক রাজ্য' থেকে 'অন্য রাজ্য'তে রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি
কেন্দ্রীয় সরকার/ রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কলকাতা সমীপে।
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ (৪) ধারা এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০–এর সাব রুল (৫)–এর রুল (এ) এবং বিষয়ক
ও
বিষয়: মেঃ পি এম ট্রেড ভেঞ্চারস প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস: ১০৫ সাদার্ণ এভিনিউ, শরৎ বসু রোড, ২য় তল, কলকাতা ৭০০ ০২৯।
... আবেদনকারী
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, ১৯.০১.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত আবেদনকারী কোম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ ধারাধীনে 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য' থেকে 'গুজরাট রাজ্য'তে এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে এই কোম্পানির সঙ্ঘস্মারকের পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারী কোম্পানির তরফে কেন্দ্রীয় সরকার/ রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন–এর কাছে একটি আর্জি পেশ করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।
এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত স্থানান্তরে কারও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে বা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করলে তিনি/ তাঁরা এমসিএ–২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)–তে ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম দাখিল করে কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, করপোরেট মন্ত্রক, করপোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ–৩এফ, প্রেমিসেস নং ০৫০৮৫২, আকন্দকেশরী, নিউ টাউন, রাজারহাট, কলকাতা ৭০০১৩৫–এর কাছে তাঁর (পুং/ স্ত্রী) স্বার্থের ধরন ও বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই কোম্পানির উক্ত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানাতে পেশ করতে হবে।
২য় তল, ১০৫ সাদার্ণ এভিনিউ, শরৎ বসু রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৯।
বোর্ডের পক্ষে
পি এম ট্রেড ভেঞ্চারস প্রাইভেট লিমিটেড
স্বাঃ/–
সুনীল কাজারিয়া
ডিরেক্টর
০০৪৬৪৭৯৯
তারিখ: ১৬.০২.২০২৬৫
স্থান: কলকাতা

নাম/পদবি পরিবর্তন

• আমি MD REYAZ EQBAL , আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB23 20180305181 -এ আমার পিতার নাম ভুলবশতঃ "MD A ALI" হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আমার ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ডসহ অন্যান্য সরকারি নথিতে আমার পিতার সঠিক নাম "ANWAR ALI ANSARI" লিপিবদ্ধ আছে। এই বিষয়ে আমি ২২/০১/২০২৬ তারিখে লার্নেড জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ফার্স্ট ক্লাস, ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা আদালতে একটি হলফনামা (Affidavit) সম্পাদন ও শপথগ্রহণ করেছি।

• ভুলবশত, আমার নাম আমার কন্যার বার্থ সার্টিফিকেটে (B/2024/1287760 dt.20.09.2024, Dolly Halder Mondal উল্লেখ আছে । যা গত ইং 10.02.2026 তাং এ, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিট (9059)বলে Dolly Halder Mondal theke Dolly Halder নামে পরিচিত হলাম। Dolly Halder Mondal এবং Dolly Halder এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল লিংকন বল এবং বিউটি বল পিতা মৃত বিশ্বজিৎ বল ঠিকানা গ্রাম- শান্তিনগর, পোঃ- নোনাচন্দনপুকুর, থানা- মোহনপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, দলিল হারিয়েছেন যার দলিল নং - ১৬১১ , ২০০২, খতিয়ান নং- ৪৮, দাগ নং- ৩৪, এবং তার জন্য ০৯-০২-২০২৬ তারিখে মোহনপুর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করেছেন যাহার জি.ডি. এন্ট্রি নং ২৫৮। যে কোনো ব্যক্তির যদি কোনো দাবি, অধিকার, মালিকানা, বিষয় সম্পর্কিত কোনো আপত্তি থাকে তবে এই তারিখ থেকে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে সহায়ক দলিল প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে তাহা অবহিত করতে হবে, যেখানে দাবির পরে যদি কোনও দাবি থাকে তবে তা বাতিল বলে গণ্য করা হবে এবং আর কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না।
হিমাদ্রি চক্রবর্তী (অ্যাডভোকেট)
মোবাইল নং-৯১২৩০৪৮৩৮১

IN THE COURT OF THE LD. ADDITIONAL DISTRICT JUDGE FAST TRACK, AT SILIGURI
REF: MATRIMONIAL SUIT NO. 94 of 2025
KOUSHIK DUTTA
...PETITIONER
Vs.
KAKOLI DUTTA
...RESPONDENT
Notice to: SMT. KAKOLI DUTTA, Wife of Sri. Koushik Dutta, Daughter of Late Anil Kumar Chakraborty Resident of 3rd Floor, Binapani Apartment, Barasat Municipality, Ward No. 24, Vivekananda Road, Choudhury Para Post Office and Police Station Barasat Near Deshopriyo Club District North 24 Parganas Pin: 700124.
And whereas the above referred suit has been filed by the above-named Petitioner Under Section 13(1)(ib) of The Hindu marriage Act, 1955 as against the abovenamed Respondent.
Whereas it has been proved to the satisfaction of the Court that the Respondent above-named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under order 5 Rule 20 of C.P.C is hereby issued against her and should appear personally or through her counsel on 07-3-26.
Take note that, in default of her appearance on the day before mentioned, the above said case will be heard and determined ex parte in her absence.
Given under my hand and seal of this court, on this the 31st day Januny of 2026.
By Order
Additional District Judge
Fast Tract Court at Siliguri

দুর্গাপুরে মেডিক্যাল ছাত্রাবাসে পড়ুয়ার দেহ

আবির রায়
দুর্গাপুর, ১৫ ফেব্রুয়ারি

দুর্গাপুরের বেসরকারি আইকিউসিটি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রাবাসের শৌচাগার থেকে উদ্ধার হল এক ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ। বিহারের পাটনার বাসিন্দা দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র লাবণ্য প্রতাপ (২২)–এর মৃত্যু ঘিরে এক রহস্য তৈরি হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে। উল্লেখ্য, কয়েকমাস আগে এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে এই মেডিক্যাল কলেজটি খবরে এসেছিল। ছাত্রমৃত্যু ঘিরে ফের খবরে দুর্গাপুরের এই বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজটি।

শনিবার রাতে ছেলেকে একাধিকবার ফোন করেও যোগাযোগ করতে পারেননি তাঁর বাবা এবং আত্মীয়–পরিজনরা। ছেলের বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করার অনেক পরে বন্ধুরা হস্টেলের ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে শৌচাগারে ঝুলন্ত অবস্থায়

লাবণ্য প্রতাপ

ছাত্রটিকে দেখতে পান। কলেজের বিভাগীয় আধিকারিকরাও আসেন। কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়। মৃত ছাত্রের বাবা অনিল কুমারের অভিযোগ, অনেক টাকা খরচ করে অভিভাবকেরা সন্তানকে পড়াশোনা করতে পাঠান। কলেজের ভেতরের নিরাপত্তা, তদারকি ও দায়িত্ব কলেজ কর্তৃপক্ষেরই থাকে। কিন্তু এই ঘটনা ঘটেছে কলেজ কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণেই। অভিযোগ উঠেছে গত সপ্তাহে পরীক্ষার পুনর্মূল্যায়নের ফল প্রকাশিত হয়েছিল। লেখা পরীক্ষায় ভাল নম্বর পান। কিন্তু প্র্যাকটিক্যালে পান মাত্র ৫ নম্বর। পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে কম নম্বর দেওয়া হয়েছিল। তা নিয়ে অভিমান ছিল তাঁর। ডিসি পূর্ব অভিষেক গুপ্তা জানান, পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃত ছাত্রের পরিবারের সঙ্গেও কথা বলা হবে। এই ঘটনায় কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

তারকেশ্বরে পুণ্যার্থীর ভিড়

আজকালের প্রতিবেদন
হুগলি, ১৫ ফেব্রুয়ারি

শিবরাত্রি উপলক্ষে সকাল থেকেই তারকেশ্বর মন্দিরে ভিড় জমিয়েছেন ভক্তরা। শৈবতীর্থ পরিপূর্ণ হয়েছে ভক্তদের ভিড়ে। জল ঢালতে লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় পুণ্যার্থীরা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বিশেষ এই দিনে সারা দিনরাত খোলা থাকে মন্দির। পাশাপাশি এই দিনেই ভক্তরা গর্ভগৃহে প্রবেশ করে জল ঢালতে পারেন। ফাল্গুন মাসের চর্তুদশী তিথিতে পালিত হয় মহা শিবরাত্রি। দেশের অন্য শৈবতীর্থের পাশাপাশি তারকেশ্বর মন্দিরেও নিষ্ঠা সহকারে পালিত হয় এই উৎসব। এই তিথি উপলক্ষে বিশেষ পুজো পাঠ হয় তারকেশ্বর মন্দিরে। শিবরাত্রির দিন সারাক্ষণই খোলা থাকে তারকেশ্বর মন্দিরের দরজা।

'হারানো সুর' শীর্ষক দু'দিনের গানের অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান। সহযোগিতা করেছে হুগলি জেলা প্রশাসন ও চন্দননগর পুরনিগম। চন্দননগর রবীন্দ্রভবনে, শনিবার। ছবি: পার্থ রাহা

জঙ্গলমহলে এখন শান্তির পরিবেশ: ডিজি

সোমনাথ নন্দী
ঝাড়গ্রাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি

আগের সেই জঙ্গলমহল আর এখনকার জঙ্গলমহলে অনেক তফাৎ। এখন জঙ্গলমহলে শান্তির পরিবেশ। মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা রয়েছে। জঙ্গলমহল এখন অনেক উন্নত। রবিবার ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ির শিলদায় এসে এ মন্তব্য করেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক (ডিজি) পীযূষ পান্ডে।

এদিন ছিল শিলদা ইএফআর ক্যাম্পে শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠান। ২০১০ সালের এই দিনে তৎকালীন সবচেয়ে বড় ধরনের নাশকতার ঘটনাটা ঘটিয়েছিল মাওবাদীরা। যৌথ বাহিনীও ঘটনাস্থলে ঠিক সময়ে পৌঁছোতে পারেনি। বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পুরো ক্যাম্পটিকে ধূলিসাৎ করে দেয়। ২৪ জন ইএফআর জওয়ানকে মেরে

নিহতদের উদ্দেশে স্যালুট ডিজি পীযূষ পান্ডের। শিলদায়, রবিবার। ছবি: প্রতিবেদক

সমস্ত গোলা–বারুদ লুঠ করে নিয়ে যায় মাওবাদী গেরিলারা। সেই ঘটনার পর থেকে প্রতি বছর এই দিনে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে নিহতদের উদ্দেশে শিলদায় শহিদ স্মরণের অনুষ্ঠান হয়। ডিজি তখনকার উপদ্রুত জঙ্গলমহলের সঙ্গে বর্তমান জঙ্গলমহলের তুলনা করে বলেন, 'আগের সেই জঙ্গলমহল আর এখনকার জঙ্গলমহলে অনেক তফাৎ। উন্নয়নের ফলে জঙ্গলমহল এখন অনেক উন্নত। আমরা সবাই সমাজেরই অঙ্গ, ফলে এলাকার উন্নয়ন ঘটাতে হবে আমাদেরই। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে জনসাধারণ যাতে শান্তিতে ভোট দিতে পারেন তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' এদিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) বিনীত গোয়েল, এডিজি (সিআইডি) অজয় নন্দা এবং ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার এসপি–সহ একাধিক পদস্থ পুলিশ আধিকারিক ও ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর প্রমুখ।

অভিষেকের উদ্যোগে দুশ্চিন্তা কাটল অঙ্কিতার

আজকালের প্রতিবেদন
কাঁথি, ১৫ ফেব্রুয়ারি

বাংলার একমাত্র প্রতিনিধি কাঁথির মেয়ে অঙ্কিতা প্রধান এখন 'ইন্ডিয়ান আইডল'–এর সেরা দশ প্রতিযোগীর একজন। তার এই লড়াইয়ে ভরসা জুগিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। জানা গেছে, বিদেশের মাটিতে পারফর্ম করতে অঙ্কিতার প্রয়োজন ছিল পাসপোর্ট। সে নাবালিকা হওয়ায় তার সঙ্গে মায়ের যাওয়া জরুরি ছিল। কিন্তু মায়ের পাসপোর্ট না–থাকায় তৈরি হয় বড় জটিলতা। হাতে সময় ছিল মাত্র তিন দিন। এই অবস্থায় অঙ্কিতার পরিবার সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির দ্বারস্থ হয়। খবর পাওয়া মাত্রই সক্রিয় হন তিনি। তাঁর হস্তক্ষেপে দ্রুত অঙ্কিতার মা রঞ্জিতা প্রধানের পাসপোর্টের ব্যবস্থা হয়। শনিবার হাতে পাসপোর্ট পেয়ে অঙ্কিতার দুবাই যাওয়ার বাধা দূর হল। অভিষেক ব্যানার্জির এই উদ্যোগে আপ্লুত অঙ্কিতার পরিবার।

বসিরহাটে প্রতিবাদ মিছিল

আমির চাঁদের পাশে দাঁড়াল বসিরহাট। মায়ের মৃত্যুর পর চোখদান করে প্রতিবেশীদের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন নদিয়ার শিক্ষক আমির চাঁদ। এই ঘটনার নিন্দায় সরব বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীরা। গণ দর্পণ–সহ একাধিক সংগঠন রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদে পথে নামে। আজ বিশ্ব চেতনায় বিজ্ঞান সংস্থার আহ্বানে বসিরহাটের বিভিন্ন সংগঠন টাউনহল মাঠে প্রতিবাদ সভা করে।

বিজেপি নেতার পোস্টে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা!

যজ্ঞেশ্বর জানা
নন্দীগ্রাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি

বিজেপি নেতার প্রোফাইলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রশংসা! রবিবার একটি ভাইরাল স্ক্রিনশটকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক জল্পনা তুঙ্গে উঠল নন্দীগ্রামে। আদি বিজেপি নেতা হিসেবে পরিচিত নন্দীগ্রাম ২ পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ সাহেব দাসের নামে একটি ফেসবুক পোস্ট ঘিরেই এই শোরগোল (যদিও সেই স্ক্রিনশটের সত্যতা যাচাই করেনি আজকাল)। বিজেপির অন্দরে 'আদি' বনাম 'নব্য' দ্বন্দ্ব নতুন কিছু নয়। রাজ্য বিজেপির সদস্য সাহেব দাসও বেশ

নন্দীগ্রাম

কিছুদিন ধরে এই কোন্দলের কারণে বিদ্ধ। কিছুদিন আগে সস্ত্রীক বিজেপির এক বুথ সভাপতি আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় তাঁর নাম মামলায় জড়িয়েছিল। এই আবহের মধ্যেই এদিন তাঁর ফেসবুক প্রোফাইল থেকে কৃষিক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করে একটি পোস্টের স্ক্রিনশট ছড়িয়ে পড়ে। যদিও পোস্টের বিষয়টি অস্বীকার করে বিষয়টিকে চক্রান্ত হিসেবে দাবি করেছেন সাহেব দাস।

তমলুক সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক মেঘনাদ পাল বলেন, 'সাহেব দাস দলের রাজ্য কমিটির সদস্য এবং একজন জনপ্রতিনিধি। সরকারি সুবিধার কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া তাঁর দায়বদ্ধতা। এতে আমরা ভুল কিছু দেখছি না।' তৃণমূলের গলায় অবশ্য অন্য সুর। তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অরুণাভ ভুঁইয়া ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বলেছেন, 'সময় সব বলবে।'

তৃণমূলকে পেটানোর নিদান বিজেপি বিধায়কের

তুফান মণ্ডল
খানাকুল, ১৫ ফেব্রুয়ারি

আবারও হিংসা ও সন্ত্রাসের রাজনীতির অভিযোগ উঠল খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে। প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে তিনি হুঁশিয়ারি দিলেন, তৃণমূল নেতাদের পেটানোর। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে খানাকুল থানার সামনে। সেখান থেকেই তিনি এই বক্তব্য পেশ করেন।

বিজেপি বিধায়ক বলেন, 'তৃণমূল নেতাদের ধরে ধরে পেটাব। পুলিশ কত আছে দেখে নেব। তৃণমূল নেতাদের আমরা ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে পেটাব। খানাকুলের ছেলেরা তৈরি আছে ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে পেটানোর জন্য।' তিনি আঙুল উঁচিয়ে রাজ্য তৃণমূলের সম্পাদক স্বপন নন্দী এবং আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি পলাশ রায়কে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'পলাশ রায় এবং স্বপন নন্দী দু'জনকেই সাবধান করলাম, খানাকুলের মাটিতে যেদিন তোমরা ঢুকবে সেদিন আমরা পাল্টা দেব।' এছাড়া এদিন থানার সামনে বিক্ষোভ থেকে বিজেপি কার্যকর্তারা স্লোগান তোলেন, 'স্বপন নন্দীর চামড়া, গুটিয়ে দেব আমরা, পলাশ রায়ের চামড়া, গুটিয়ে দেব আমরা'।

এ বিষয়ে রাজ্য তৃণমূলের সম্পাদক স্বপন নন্দী বলেন, 'বিজেপির মধ্যে এত গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রয়েছে যে, ওরাই একে অপরের বিরুদ্ধে পোস্টার দিচ্ছে। তাই ওনাকে অনুরোধ করব, আপনি উন্নয়ন করুন, কাজ করুন। মানুষের সেবা করুন, মানুষের কাজ করুন।' অন্যদিকে, খানাকুল–২ নম্বর ব্লক তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি রমেন প্রামাণিক বলেন, 'সামনে বিধানসভা ভোট। গত পাঁচ বছরে ওই বিধায়ক কোনও কাজই করেননি। প্রচারের আলোয় থাকতে হবে, তাই নিজেরাই পোস্টার দিয়ে তৃণমূলের নামে গালিগালাজ করছেন।'

এটিএম কার্ড বদলে প্রতারণা গ্রেপ্তার যুবক

আজকালের প্রতিবেদন
গোঘাট, ১৫ ফেব্রুয়ারি

আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল গোঘাট থানার পুলিশ। এক বৃদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে এটিএম থেকে টাকা তুলতে সাহায্য করার নাম করে তাঁর এটিএম কার্ড হাতিয়ে নিয়ে দফায় দফায় মোট ৭৫ হাজার ৫০০ টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে। ঘটনার তদন্তে নেমে গোঘাট থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে এবং খোয়া যাওয়া টাকাও উদ্ধার করেছে। ধৃত যুবকের বাড়ি রায়দিঘি থানা এলাকায়। বিভিন্ন থানায় তার নামে অভিযোগও রয়েছে বলে জানা গেছে।

ধৃত যুবককে আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে চার দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। এই ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরে রবিবার গোঘাট থানায় সাংবাদিক সম্মেলন করেন আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২৫ জানুয়ারি কামারপুকুরের বাসিন্দা ওই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মহেশপুর এটিএমে টাকা তুলতে যান। প্রযুক্তিগত অসুবিধার কারণে তিনি পাশে থাকা এক যুবকের কাছে সাহায্য চান। সেই সুযোগেই প্রতারণা করে তাঁর এটিএম কার্ড বদলে নেয় অভিযুক্ত। পরে বিভিন্ন সময়ে টাকা তুলে নেওয়া হলে বিষয়টি নজরে আসে। এরপরই ওই শিক্ষক গোঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

গান গেয়ে শিল্পীদের শ্রদ্ধার্ঘ্য ইন্দ্রনীলের

মিল্টন সেন
হুগলি, ১৫ ফেব্রুয়ারি

হারানো সুর অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে গান গেয়ে রবীন্দ্রভবনের মঞ্চ মাতালেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। চন্দননগরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কালজয়ী বাংলা গানের অনুষ্ঠান 'হারানো সুর'। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আয়োজনে এবং হুগলি জেলা প্রশাসন ও চন্দননগর পুরনিগমের সহযোগিতায় দু'দিনের গানের অনুষ্ঠান 'হারানো সুর'। শনিবার চন্দননগর রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। রবিবার উপস্থিত ছিলেন চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী, উপ–মহানাগরিক মুন্না আগরওয়াল, ভদ্রেশ্বরের পুরপ্রধান প্রলয় চক্রবর্তী–সহ অন্য আধিকারিকরা। এদিন সঙ্গীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, মৃণাল চক্রবর্তী, দীপক মৈত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অপরেশ লাহিড়ীর মতো দিগ্বিজয়ী শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। সেকালের কালজয়ী শিল্পীদের গান গাইলেন একালের শিল্পীরা। দুই দিনের এই অনুষ্ঠানে গান গাইলেন অরুন্ধতী হোমচৌধুরি, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম ঘোষ, লোপামুদ্রা মিত্র, মনোময় ভট্টাচার্য, জয়তী চক্রবর্তী, মাধুরী দে প্রমুখ শিল্পী। অনুষ্ঠানের শেষদিনে গান গাইতে দেখা গেছে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকেও।

এসআইআরের নামে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে ভাঙড়ে তৃণমূলের মহামিছিল। রবিবার পাগলাহাট থেকে ঘটকপুকুর বাজার পর্যন্ত এই মিছিল হয়। ভাঙড় ১ ও ২ নং ব্লক তৃণমূলের ডাকে বিশাল এই মিছিলে পা মেলান যাদবপুরের সাংসদ সায়নী ঘোষ ও ভাঙড়ের দলীয় পর্যবেক্ষক বিধায়ক শওকত মোল্লা। ছবি: গৌতম চক্রবর্তী

অভাবী হবু ইঞ্জিনিয়ারের হাতে গাবেসু-র স্কলারশিপ তুলে দেওয়া হচ্ছে। ছবি: কৌশিক কোলে

১৩৬ পড়ুয়াকে স্কলারশিপ প্রদান

প্রিয়দর্শী বন্দ্যোপাধ্যায়

শিবপুর আইআইইএসটি–র প্রাক্তনীদের সংগঠন 'গাবেসু'র তরফে এখানকার ১৩৬ জন অভাবী মেধাবী পড়ুয়াকে ২৫ হাজার টাকা করে স্কলারশিপ পুরস্কার প্রদান করা হল। শনিবার এখানকার অ্যালুমনি সেমিনার হলে এই উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট পড়ুয়াদের হাতে ওই স্কলারশিপ পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই জন্য গাবেসুর এবার প্রায় ৩৪ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। ১৯৯৯ সাল থেকে টানা প্রতিবছর গাবেসুর তরফে এখানকার আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া আগামীর ইঞ্জিনিয়ারদের এরকম স্কলারশিপ প্রদান করা হচ্ছে। গত ২৬ বছরে এখানকার ২৫০০ পড়ুয়াকে এরকম

'গাবেসু' উদ্যোগ

স্কলারশিপ প্রদান করেছে প্রাক্তনী সংগঠন গাবেসু। এর জন্য মোট ব্যয় হয়েছে প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টাকা। যার পুরোটাই বহন করেছেন দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা গাবেসু–র সদস্যরা। এদিনের স্কলারশিপ প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গাবেসু–র সম্পাদক প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী, সভাপতি অমিতাভ দত্ত, স্কলারশিপ কমিটির চেয়ারম্যান ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল অঞ্জন ঘোষ, আইআইইএসটির ডিন অর্নিবাণ গুপ্ত–সহ সংগঠনের প্রবীণ সদস্যরা। আমেরিকা, কানাডা, কাতার–সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকেও একাধিক প্রাক্তনী এদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কলকাতা নর্থ রিজিয়নের রিজিওনাল হেড সুনীল কুমারের নেতৃত্বে ১৩ ফেব্রুয়ারি বনগাঁ ব্লকে কৃষক জনসংযোগ কর্মসূচি আয়োজিত হল। উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ ব্লকের এডিএ কনক দাস এবং কৃষি দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ। কৃষক, কৃষি–উদ্যোগপতি, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য ও গ্রাহক মিলিয়ে প্রায় ২০০ জন এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন।